২০০৯ - ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা- বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং বিদেশস্থ ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং এর মাধ্যমে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে। নিম্নে ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ তুলে ধরা হল:

১) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স :

- ১৯৭৬ সাল হতে **ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১ কোটি ২১ লক্ষ ৯৯ হাজার ১২৪ জন** পুরুষ এবং মহিলা কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে।
- বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ও সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বিগত দশ বছরে (২০০৯-২০১৮) মোট ৫৯,৩৩,০৯৫ (উনষাট লক্ষ তেতত্রিশ হাজার পচাঁনব্বই) জন কর্মী বিদেশ গমন করেছে। এ সময় প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৩৪৭৩৪.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।
- ২০১৭ সালে রেকর্ড পরিমাণ কর্মী বিদেশে গমন করেছে। এসময় বিদেশ গমনকারী কর্মীর সংখ্যা ১০,০৮,৫২৫ (দশ লক্ষ আট হাজার পাঁচশত পঁচিশ) জন এবং এ সময় প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৩,৫২৬.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ২০১৮ সালে বিদেশ গমনকারী কর্মীর সংখ্যা ৭,৩৪,১৮১ জন। এ সময় প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ **১৫,৪৯৭.৬৬** মিলিয়ন মার্কিন ডলার । এ বছর বিদেশ গমনকারী কর্মীর সংখ্যা ২০১৭ সালের তুলনায় কম হলেও প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২০১৭ সালের তুলনায় অনেক বেশি। অর্থাৎ বৈধ পথে তথা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য এ মন্ত্রণালয়, বিএমইটি ও বিদেশস্থ ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং এর গৃহীত জনসচেতনতামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

বিদেশে কর্মী গমন ও রেমিট্যান্স

সাল	কর্মী সংখ্যা	রেমিট্যান্স (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
২০০৯	৪,৭৫,২৭৮	১০,৭১৭.৭৩	
২০১০	৩,৯০,৭০২	১১,০০৪.৭৩	+
২০১১	৫,৬৮,০৬২	১২,১৬৮.০৯	+
২০১২	৬,০৭,৭৯৮	১৪,১৬৩.৯৯	+
২০১৩	৪,০৯,২৫৩	১৩,৮৩২.১৩	-
২০১৪	৪,২৫,৬৮৪	১৪,৯৪২.৫৭	+
২০১৫	৫,৫৫,৮৮১	১৫,২৭০.৯৯	+
২০১৬	৭,৫৭,৭৩১	১৩৬০৯.৭৭	-
২০১৭	১০,০৮,৫২৫	১৩,৫২৬.৮৪	+
২০১৮	**৭,৩৪,১৮১**	**১৫,৪৯৭.৬৬**	**+**

(সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েব সাইট)।

২) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন:

- বিএমইটির অধীনে গত ২০০৯ সালে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৭,১৪০ (সাতচল্লিশ হাজার একশত চল্লিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৭ সালে ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৫টি ট্রেডে মোট ৮,৩৯,৭২৭ (আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশত সাতাশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ সালের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২টি এবং প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৮ গুণ।

২০০৯–২০১৮ মেয়াদে প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান:

সাল	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৪৭	৪৭	৫৩	৭০	**৭০**
উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থী	৪৭,১৪০	৫৯,৪৫৬	৬৫,৫৬৯	৭৪,৭০০	৯০,৫৪৫	১,০৫,৪৮২	২,৫৭,৮৯২	৫,৬৭,২২৯	৮,৩৯,৭২৭	৬,৮১,৭৮৬

- বর্তমানে জেলা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ কল্পে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ‘৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম জেলায় ০১টি ইন্সস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপনের’ কাজ শুরু হয়েছে। ২য় পর্যায়ে **“৫০টি উপজেলায় ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন”** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- KOICA (Korea International Cooperation Agency) এর অর্থায়নে ঢাকা এবং চট্রগ্রামে ২টি টিটিসি অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ উন্নয়ন করা হয়েছে । এডিবির অর্থায়নে KOICA এর কারিগরি সহায়তায় খুলনা, সিলেট এবং ঢাকাস্থ বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অত্যাধুনিক সরঞ্জামসহ উন্নয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
- প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা, গুণগতমান, উৎকর্ষসাধন ও যুগোপযোগী শিক্ষার সাথে পরিচিত রাখার লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শীর্ষক “Establishment of Dhaka Technical Teachers Training Institute (DTTTI) প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকার মিরপুরে এ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে।
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাপানিজ, কোরিয়ান, আরবি, ইংরেজি ও ক্যান্টনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

টিটিসি’র নাম	টিটিসি’র সংখ্যা	ভাষার নাম
বিকে,চট্টগ্রাম / টিটিসি, রাজশাহী/ পাবনা/ রংপুর/ রাঙ্গামাটি/	২১ টি	কোরিয়ান

নোয়াখালী/ ময়মনসিংহ/ নীলফামারী/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ মাদারীপুর/ নাটোর/ কুষ্টিয়া/ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া/ জয়পুরহাট/ মানিকগঞ্জ/ বরগুনা/ গোপালগঞ্জ/ সাতক্ষীরা/ লক্ষীপুর/ কুমিল্লা/ কেরানীগঞ্জ.		
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা/ বিজি-ঢাকা, টিটিসি/ টিটিসি নড়াইল/ গাইবান্ধা/ জয়পুরহাট/ পিরোজপুর/ চট্টগ্রাম/ মৌলভীবাজার/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ/ পাবনা/ খুলনা/ রংপুর/ সিলেট/ পাবনা/ ময়মনসিংহ/ বরিশাল	১৭ টি	ইংরেজি
বিকে-ঢাকা টিটিসি, মহিলা টিটিসি-চট্টগ্রাম, পাবনা টিটিসি	৩টি	আরবি
বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি টিটিসি	২টি	ক্যান্টনিজ
বি-কে টিটিসি, ঢাকা/শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকা/ বি-কে টিটিসি, চট্টগ্রাম/ টিটিসি, কেরানীগঞ্জ/ ঝিনাইদহ/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ মৌলভীবাজার/ মাগুরা/ ময়মনসিংহ/ নোয়াখালী/ নরসিংদী/ মাদারীপুর/ যশোর/ জয়পুরহাট/ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া/ কুষ্টিয়া/ রংপুর/ পাবনা/ বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ নোয়াখালী/ খুলনা/রাজশাহী/ দিনাজপুর/ যশোর/ গাইবান্ধা/ ও প্রবাসী কল্যাণ ভবন	২৭ টি	জাপানিজ

ভাষা প্রশিক্ষণ চিত্র: ২০১৮ সাল

ভাষার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
জাপানিজ	৪ মাস	১২৮৭ জন
কোরিয়ান	০২ মাস	১১৪৯ জন
ইংরেজি	২ মাস	৭৭৮ জন
আরবি	০২ মাস	৪২ জন
চায়নিজ (ক্যান্টনিজ)	০৩ মাস	১৭৭ জন

- ডিসেম্বর/২০১৮ মাস পর্যন্ত ২০ টি টিটিসি'তে ড্রাইভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SEIP প্রকল্পের সহায়তায় ৪ মাস মেয়াদী কোর্সে ১ম ও ২য় ব্যাচে ৭০১ জন প্রশিক্ষাণার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৬২৮ জন লাইন্সেস প্রাপ্ত হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ ব্যাচে (মে-আগস্ট/২০১৮) ৬৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫৪ জন লাইন্সেস প্রাপ্ত হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাচে ৭৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর Assesment কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া জানুয়ারি/২০১৯ থেকে আরো ৪১ টি টিটিসিতে ড্রাইভিং কোর্স চালু করা হচ্ছে।

৩) নারী কর্মীর সক্ষমতা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:

- বর্তমানে বিদেশে গমনকারী নারী কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দশ বছরে (২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত) বিদেশে নারী কর্মী গমনের সংখ্যা ৬,৯৫,৬৪৬ (ছয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শত ছেচল্লিশ) জন। ২০১৮ সালে বিদেশে প্রেরিত নারী কর্মীর সংখ্যা ১,০১,৬৯৫ (এক লক্ষ এক হাজার ছয়শত পচাঁনব্বই) জন।

বিদেশে নারী কর্মী গমন

সাল	কর্মী
২০০৯	২২,২২৪
২০১০	২৭,৭০৬
২০১১	৩০,৫৭৯
২০১২	৩৭,৩০৪
২০১৩	৫৬,৪০০
২০১৪	৭৬,০০৭
২০১৫	১০৩,৭১৮
২০১৬	১১৮,০৮৮
২০১৭	১,২১,৯২৫
২০১৮	১,০১,৬৯৫
মোট	৬,৯৫,৬৪৬

- বিদেশে কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হলে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় উদ্ধার করে সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা হয়। তাদের আহার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা এবং ওমানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে ৪টি সেইফ হোম স্থাপন করা হয়েছে।
- জর্ডানে ২০০৬ সাল থেকে বন্ধ থাকা শ্রমবাজার বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ২০১০ সাল থেকে শুধু মহিলা গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। গত দশ বছরে জর্ডানে বোয়েসেলের মাধ্যমে মোট ৫২,৫৪৩ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মী গমন করেছে।

<u>নিরাপদ নারী অভিবাসন বৃদ্ধিতে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম</u>:

- গৃহকর্ম পেশায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মক্ষম নারী কর্মীদের বয়স ২৫-৩৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদেরকে কমপক্ষে তৃতীয় শ্রেণি পাস হতে হবে যেন তারা তাদের নাম, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি লিখতে ও পড়তে পারে।
- গৃহকর্ম পেশায় বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের স্ক্রিনিং পদ্ধতি জোরদার করা হয়েছে। বিদেশ থেকে প্রত্যাগত আরবি ভাষা জানা কর্মীদের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদেশগামী নারী কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
- নারী কর্মীদের সমস্যা ও অভিযোগ দ্রুত সমাধানকল্পে বিএমইটিতে অভিযোগ সেল গঠন, মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহে অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার চালুকরণসহ বিদেশস্থ ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা এবং ওমানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে ৪টি সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- হাউজ কিপিং কোর্সে ২০০৯ সালে যেখানে মাত্র ২টি টিটিসির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো সেখানে বর্তমানে ৪০টি টিটিসিতে হাউজ কিপিং কোর্স পরিচালনার কার্যক্রম চলমান আছে ।
- সৌদি আরবের গৃহপরিবেশ ও গৃহস্থালি কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক ব্যবস্থার আবাসিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে সৌদি আরবস্থ ০৬টি কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- হাউজকিপিং কোর্সের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো সহজতর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ই-লার্নিং প্রশিক্ষণের আওতায় মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি করা হয়েছে।
- নারী কর্মীদের জন্য গৃহকর্ম পেশা ব্যতীত অধিকতর আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে ৩৭ টি টিটিসিতে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৪) শ্রমবাজার সম্প্রসারণ:

- বিগত জোট সরকারের আমলে যেখানে বিশ্বের মাত্র ৯৭ টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হত, সেখানে বর্তমান সরকার নতুন আরো ৭১ টি দেশে কর্মী প্রেরণসহ এ সংখ্যা ১৬৮ টি দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

- সরকারের অব্যাহত শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালের জুলাই থেকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে সৌদি আরবে নারী কর্মী গমন করছে। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের নিকটাত্মীয় পুরুষ কর্মীও সৌদি আরবে গমন করতে পারছে। ১৯৯১ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২,৭৮,৪৪২ জন নারী কর্মী সৌদি আরবে গমন করেছে। শুধু বিগত ১০ বছরে সৌদি আরবে গমন করেছে ২,৪৭,৫৬৫ জন।
- গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সেক্টরে পুরুষ কর্মী গ্রহণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে বাংলাদেশ থেকে পুনরায় পুরুষ কর্মী সৌদি শ্রম বাজারে যাওয়া শুরু করেছে। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩৬,৫০,৫৮৮ জন কর্মী সৌদি আরবে গমন করেছে।
- ২০১৮ সালে সৌদি আরবে গমনকৃত কর্মীর সংখ্যা ছিল ২,৫৭,৩১৭ (দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশত সতের) জন এবং নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৭৩,৭১৩ (তিয়াত্তর হাজার সাতশত তেরো) জন।
- ২০১৭ সালে International Manpower Development Organization, Japan (IM Japan) এর সাথে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী জাপানে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের কর্মীরা জাপানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে কাজের সুযোগ পাবে। গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ থেকে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ নিয়োগের জন্য টোকিও, জাপানে দু দেশের মধ্যে একটি সহযোগিতা স্মারক (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি ব্যাচে সর্বমোট ৩০ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন জাপানে গমন করেছে এবং ৩য় ব্যাচে ট্রেনিং সম্পন্ন করে ২০ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ফেব্রুয়ারি/২০১৯ এর মধ্যে জাপান গমন করবেন।
- জাপানে কেয়ারগিভার পেশায় বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিএমইটির অধীনস্থ কেরানীগঞ্জ ও পাবনা টিটিসিতে ৪ মাস মেয়াদী কেয়ারগিভার ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১ম ব্যাচে ২২ জন এবং ২য় ব্যাচে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কর্মী প্রেরণের জন্য মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশ সরকারের জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২০১৬ সালে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর হতে জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত মালয়েশিয়াতে ২,৬০,৪৯৩ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।
- Employment Permit System (EPS) এর মাধ্যমে ২০০৮ সাল হতে বোয়েসেল সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছে। গত দশ বছরে EPS এর মাধ্যমে ১৮,৩০৫ (আঠারো হাজার তিনশত পাঁচ) জন কর্মী চাকুরি নিয়ে কোরিয়া গমন করেছে।
- বিদ্যমান শ্রমবাজারসমূহ ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উপর জোর দেয়া হয়েছে। একটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যমান এবং নতুন দেশসহ ৫৩টি দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। এক্ষেত্রে ১২টি দেশ ভিজিট করে এবং ৪১টি দেশ হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে শ্রম বাজারের চাহিদা নিরুপণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৯৭৬ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মী গমন করেছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সাল হতে সেদেশে গৃহকর্মী ছাড়া অন্য পেশায় কর্মী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সেদেশে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের সাথে ১৯ ক্যাটাগরিতে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০১৮ সালে মোট ৩,২৩৫ জন কর্মী গমন করেছে। তন্মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ২,৪২৭ জন।

- গত ১৬-১৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সৌদি আরব সফর করেন। সফরে বাংলাদেশি কর্মীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ কর্মী প্রেরণ আরো বৃদ্ধির বিষয়ে সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা হয়।

৫) অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা:

- বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families-1990, অনুসমর্থন করেছে।
- বাংলাদেশ ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত কলম্বো প্রসেসের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশ ২০১১ সালে কলম্বো প্রসেসের ৪র্থ মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনটি অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজন করে। বর্তমানে কলম্বো প্রসেসে বাংলাদেশ Fostering Ethical Recruitment থিমেটিক এরিয়ার চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। গত ৫-১১-২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কলম্বো প্রসেসের Sixth Meeting of Thematic Area Working Group সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ সভাপতিত্ব করে। **গত ১৬/১১/১৮** তারিখে নেপালের কাঠমুন্ডুতে কলম্বো প্রসেসের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত **হয়েছে**।

- কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের সংগঠন 'আবুধাবী ডায়ালগ' এ বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অভিবাসী কর্মীর সমস্যা ও তাদের কল্যাণে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করছে।
- সিল্ক রুট অঞ্চলের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সাল হতে বুদাপেস্ট প্রসেসের বিভিন্ন সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

- অভিবাসন উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠন Global Forum on Migration and Development (GFMD) এর নবম সম্মেলন ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সফলভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- মরোক্কোর মারাকাসে গত ৫-৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ সময়ে GFMD এবং ১০-১১ ডিসেম্বর, ২০১৮ সময়ে GCM এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব যোগদান করেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবারের মত ২০১৬ সালে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক ভাবে সকল দেশের জন্য Global Compact এর প্রস্তাব করেন এবং এটি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং গৃহীত হয়।

৬) বিভিন্ন দেশের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন:

বাংলাদেশ মালদ্বীপ,দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, জর্ডান, বাহরাইন, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত,সৌদি আরব, কাতার,জাপান ও কম্বোডিয়ার সাথে বিভিন্ন সময়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

৭) সেবা সহজীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ:

- ঢাকাসহ ৪২টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে । ফলে উক্ত **৪২**টি জেলার কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রমের জন্য ঢাকায় আসতে হয় না।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গমনকারী কর্মীদের সঠিক পন্থায় বিদেশ গমন এবং গন্তব্য দেশের আবহাওয়া, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যবিধি, আইন-কানুন/বিধি-বিধান, করণীয় বা বর্জনীয়, বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ, উপার্জিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য ৬০টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটিতে প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং (PDT) পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ঢাকার বাইরে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, রংপুর ও পাবনা জেলা হতে বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে।
- অনলাইনে ভিসা চেকিং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইনে ভিসা যাচাই করা যায় এমন কয়েকটি দেশে ভিসা যাচাই পদ্ধতি সম্বলিত একটি 'মোবাইল এ্যাপস' প্রস্তুত করা হয়েছে, এটি মোবাইলে ডাউনলোড করে Online-এ ভিসা যাচাই এর মাধ্যমে কাজটি সহজতর করেছে।
- মৃত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছার পর ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software এ ইনপুট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অনুকুলে আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হয়।

৮) অভিবাসন ব্যয় হ্রাস:

- মহিলা গৃহকর্মীদের বিনা অভিবাসন ব্যয়ে মেগা ও মুসানেদ পদ্ধতিতে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে গৃহকর্মী পেশায় প্রেরণ করা হচ্ছে।
- কাতারসহ কয়েকটি দেশে বিশেষ কিছু পেশায় পুরুষ কর্মীদেরও বিনা অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাপানে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় প্রচার করা:

- সৌদি আরবসহ ১৬ টি দেশের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য এ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- বিএমইটির আওতাধীন ডিইএমও, টিটিসি ও আইএমটির মাধ্যমে ১৬ টি দেশের অভিবাসন ব্যয় প্রচার করা হচ্ছে।

- নিরাপদ অভিবাসন ও সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় বিষয়ে জনসচেতনতামূলক ৪টি টিভিসি এ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তুতপূর্বক বিটিভিসহ অধিকাংশ টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রে নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত এ মন্ত্রণালয়ের সকল বার্তা এবং নাটিকা প্রচার করা হচ্ছে।
- তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিকল্পে সম্প্রতি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- তাছাড়া এ সংক্রান্ত বুকলেট, লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ে বিতরণ, বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার, অভিবাসী দিবস ও উন্নয়ন মেলার মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত সকল প্রচার অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- **অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রতিকার করাঃ** বিদেশগামী কর্মীগণ রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে প্রতারিত হলে এ মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির নিকট অভিযোগ দাখিল করে থাকেন। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হওয়া সাপেক্ষে অভিযুক্ত রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ/দাবীকৃত অর্থ আদায়পূর্বক অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট হতে প্রতারিত কর্মীদেরকে ১,৫৬,৪৯,০০০/- (এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়া হয়েছে।

৯) **অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন:**

- অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ গত জানুয়ারি, ২০১৬ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ২৬ মে, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।
- গত ১১/০৬/২০১৭ তারিখে ''বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭'' গেজেট প্রকাশ করা হয়।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০) নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণঃ

- প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজারে অদক্ষ কর্মীর তুলনায় দক্ষ কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কম এবং বেতন, মর্যাদা ও চাহিদা বেশি। দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রম বাজারে প্রবেশ করা যেমন সহজতর; তেমনি দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বলতর হয়। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিদেশগামী কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৮টি হতে ৭০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দুটি পৃথক প্রকল্পের আওতায় নতুন করে ৯১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ হয়ে বিদেশ গমনের জন্য সচেতনতামূলক লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার বিতরণ ও টিভি কমার্শিয়াল, নাটিকা ইত্যাদি প্রদর্শন এর মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিএমইটির অধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উন্নয়ন মেলা এবং প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর দিনব্যাপী আর্ন্তজাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে জনসাধারণকে নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে সচেতন করে চলেছে।
- প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ শাখার মাধ্যমেও জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে কাজ করছে।
- মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরের সামাজিক মাধ্যম ফেইসবুকে এবং প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য অবহিত করা এবং জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করা হয়।
- এছাড়া মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার তথ্যবহুল Website রয়েছে। Website ব্যবহার করে দেশের জনসাধারণ বিদেশে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত পদ্ধতি ও যাবতীয় দিক নির্দেশনামূলক তথ্যাদির বিষয়ে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারে।
- এ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত ২৩ (তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
- এ মন্ত্রণালয় হতে ILO এর সহযোগিতায় Gulf Approved Medical Centre's Association (GAMCA) গামকাভুক্ত মোট ৪৭টি মেডিকেল সেন্টারে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩" এর আওতায় নিয়মিত সকল জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ অনিরাপদ অভিবাসন ও বিদেশগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনিয়ম প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে।
- অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৌদিআরবসহ যে ১৬টি দেশের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ওয়েবসাইট, গণমাধ্যম, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে।
- নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- অভিবাসী কর্মীদের সেবা প্রদানের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে শ্রম কল্যাণ উইং এর সংখ্যা ১৬ টি হতে ৩০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রম কল্যাণ উইং এর মাধ্যমেও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১১) শিক্ষাবৃত্তি:

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগাতে ২০১২ সাল থেকে সর্ম্পূণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষবর্ষ পর্যন্ত

বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের ২০১২ সাল হতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান শুরু হয়েছে। ২০১২ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭০৭৬ জন শিক্ষার্থীকে ১০ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ১০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১২) মৃতদেহ দেশে আনয়ন:

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে মৃতদেহ শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় দেশে আনয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন করা হয়। কোন কর্মীর মৃতদেহ নিয়োগকর্তার খরচে দেশে আনা সম্ভব না হলে সে সকল মৃতদেহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দেশে আনা হয়। বর্তমান সরকারের ১০ বছরে (২০০৯-২০১৮) বিদেশ হতে ৩০ হাজার ৭১৭ জন কর্মীর লাশ দেশে ফেরত আনা হয়েছে।

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দরস্থ "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" কর্তৃক তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিবারকে "মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক প্রদান করা হয়। ২০০৯ সালের পূর্বে বিমানবন্দর হতে মৃতদেহ গ্রহণের সময় তাৎক্ষণিকভাবে পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান করা হতো না। ২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত বিদেশে মৃত্যুবরণকারী ২৫ হাজার ৩৬৮ জন কর্মীর পরিবারকে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৮৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১৩) আর্থিক অনুদান প্রদান:

বিদেশে বৈধভাবে গমন করে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে বোর্ড হতে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালের পূর্বে আর্থিক অনুদান বাবদ মৃত কর্মীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেয়া হতো, ২০১৩ সাল থেকে উক্ত আর্থিক অনুদানের পরিমান বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ করে টাকা দেয়া হচ্ছে। ২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত বিদেশে মৃত্যুবরণকারী ২৪ হাজার ২৪৪ জন কর্মীর অনুকূলে আর্থিক অনুদান হিসাবে ৬২৮ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা আদায় করে তাদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১৪) মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স এর আদায় ও বিতরণ:

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অথবা বকেয়া বেতন অথবা সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ পাওনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ মৃতের ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিদেশে মৃত্যুবরণকারী ৬ হাজার ৫১৩ জন কর্মীর অনুকূলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট হিসাবে ৪১৯ কোটি ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা আদায় করে তাদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১৫) অসুস্থ প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণঃ

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের বোর্ড হতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।

বিদেশে বিভিন্ন কারণে গুরুতর আহত, অসুস্থ, এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কর্মীকে দেশে আনার প্রয়োজন হলে তাকে দেশে আনয়ন, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য ২০১৪ সাল হতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন

সমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহযোগিতায় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় বিদেশ হতে অসুস্থ কর্মীকে দেশে আনা হচ্ছে।

১৬) রাজনৈতিক অস্থিরতারকারণে কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন:

২০১০ সালে লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশি কর্মীদের জীবন সংকটাপন্ন হলে সরকারের উদ্যোগে প্রায় ৩৭ হাজার কর্মীকে দেশে ফেরত আনা হয়। এ সময় তাদেরকে শুকনা খাবার, পানি, বাস/ট্রেনযোগে স্টেশনে যাওয়ার ব্যবস্থা এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নগদ ১০০০/- করে টাকা দেয়া হয়। এতে বোর্ডের প্রায় ৪ কোটি টাকা খরচ হয়। এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও IOM এর সহযোগিতায় প্রত্যেক কর্মীকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

১৭) শ্রম কল্যাণ উইং এর সংখ্যা বৃদ্ধি:

২০০৯-২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৭টি দেশে ১৮টি নতুন শ্রম কল্যাণ উইং (ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালীর রোম ও মিলান, মালদ্বীপ, মিশর, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, জেনেভা, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, ইরাক, জাপান, জর্ডান, স্পেন, মরিশাস ও লেবানন) খোলা হয়। বর্তমান শ্রম উইং সংখ্যা ৩০টি।

১৮) প্রবাসী কর্মীদের সিআইপি সম্মাননা প্রদান:

প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সরকার প্রতি বছর সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারী নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবাসী কর্মীকে Commercially Important Person (CIP) মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করে থাকে। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশী) নির্বাচন নীতিমালা মোতাবেক ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৬৬ জন এবং ২০১৬ সালে ৩৫ জনকে প্রবাসী বাংলাদেশীকে সিআইপি (NRB) সম্মাননা প্রদান করা হয়।

১৯) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর কার্যক্রম:

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা বিদেশগামী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৭ টি বিভাগীয় শহরসহ প্রবাসী অধ্যুষিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে মোট ৬৩ টি শাখা খোলা হয়েছে। ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩২,৬৬৬ জন বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীকে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ৩৪৬.৬৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০) **অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও কল সেন্টার স্থাপনঃ**

বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে Complaint Management Cell for Expatriates Female Workers নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাগুলোতে অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার (+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩, +৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩ ও +৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার ২ শিফটে সকাল ৭ টা হতে রাত ৯ টা পর্যন্ত সেবা দিচ্ছে।